



তৃতীয় অংশ : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি^১

হিসাব নম্বর:

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

- ১। হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়) :.....
- In English (Block Letter) :.....
- ২। জন্ম তারিখ :.....
- ৩। পিতার নাম :.....
- ৪। মাতার নাম :.....
- ৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :.....
- ৬। জাতীয়তা :..... ৭। লিঙ্গ:.....
- (হিসাব পরিচালনাকারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)
- ৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস [টিক দিন (√)] : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট
- (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইনস ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)
- ৯। পেশা (বিস্তারিত) :..... ১০। মাসিক আয়
- ১১। প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক :.....
- ১২। ট্যাক্স আইডি (TIN/eTIN) (যদি থাকে) :..... ১৩। অর্থের উৎস (বিস্তারিত)
- ১৪। খ) বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি নম্বর:..... সড়ক/গ্রাম:..... পো:.....
- থানা:..... জেলা:..... ফোন নম্বর:..... ই-মেইল:.....
- স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি নম্বর:..... সড়ক/গ্রাম:..... পো:.....
- থানা:..... জেলা:..... ফোন নম্বর:..... ই-মেইল:.....
- ১৫। পরিচিতি পত্র : (ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্মনিবন্ধন নম্বর
- ১৬। পরিচয়দানকারীর তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য^২ পরিচিতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে) :
- (ক) নাম :.....
- (খ) হিসাব/ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :..... জন্ম তারিখ
- স্বাক্ষর :..... তারিখ

হিসাব
পরিচালনাকারীর
ছবি

ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব এবং ব্যাংকের যাবতীয় শর্তাবলী পরিপালন করব।

হিসাব নম্বর:

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

আবেদনকারী(গণ) এর নাম	স্বাক্ষর
১.	
২.	
৩.	

হিসাবধারীর
ছবি

তারিখ:

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :.....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

BAMLCO/Manager Operations
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

শাখা প্রধান/অনুমোদনকারী কর্মকর্তা
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

গ্রাহক FATCA পরিপালনের জন্য যোগ্য কি না [টিক (√) দিন] হ্যাঁ না।

উত্তর হ্যাঁ হলে FATCA পরিপালন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর Proof of Address এর স্বপক্ষে ডকুমেন্টস সংগ্রহ করতে হবে।

- হিসাবধারী একমুখিক হলে প্রত্যেকের এবং হিসাবধারী নাবালাক হলে হিসাবধারীর অভিভাবক (বা বা অথবা মা অথবা অন্য কোন আইনগত অভিভাবক) এর ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে দ্বিতীয় অংশে বা দ্বিতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।
- শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিয়াল ইনসুরেন্স প্রোভাইডারের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো পরিচিতিপত্র।



প্রযোজ্য নিয়মাবলী : হিসাব পরিচালনার নিয়মাবলী

১. এটি হিসাবধারী গ্রাহক এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক একটি মুদারাবা চুক্তি।
 - ক. এখানে হিসাবধারী গ্রাহক হচ্ছে 'সাহিব আল-মাল' (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে "মুদারিব" (কারবার সংগঠক)।
 - খ. মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ জমা চিরস্থায়ী দান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই হিসাব খোলার পর আর বন্ধ করা যাবে না। তবে ওয়াকীফ এর জীবদ্দশায় তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত হিসাব স্থানান্তর বা বন্ধ করা যাবে।
 - গ. ব্যাংক মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবধারীদের মধ্যে ওয়েটেজের ভিত্তিতে বন্টন করে। বিনিয়োগে লোকসান হলে মুদারাবা হিসাবধারীগণ তা বহন করে।
 - ঘ. ইসলামী শরীয়াহ বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই অর্থ জমাগ্রহণ করে এবং জমাকৃত অর্থ শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াহ সম্মতভাবে বিনিয়োগ করে।
২. সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক (চুক্তি করতে সমর্থ) যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যে কোন শাখায় কেবল মাত্র এই হিসাব খোলার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে এই হিসাব খুলতে পারবেন।
৩. মুদারাবা ওয়াকফ নগদ জমা হিসাবে মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে নগদ জমা গৃহীত হয়। ওয়াকীফের পক্ষে ব্যাংক ওয়াকফকৃত ফান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। ওয়াকীফ তার স্থিতিকৃত সমুদয় অর্থ এককালীন, ক্যাশ জমা দিয়ে ওয়াকফ হিসাব খুলতে পারেন অথবা তিনি ন্যূনতম টাকা ১০০০/- (এক হাজার) মাত্র জমা দিয়ে ওয়াকফ হিসাব শুরু করতে পারেন। কিন্তু মোট জমা টাকা ১০,০০০/- (দশ হাজার) মাত্র এ উন্নীত করতে হবে। সে ক্ষেত্রে মোট জমা টাকা ১০,০০০/- পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লভ্যাংশ ব্যাংকের ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক হিসাব খোলার ফরমে বর্ণিত অথবা শরীয়াহ সম্মত অন্য যে কোন খাতে ব্যয় করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এক হাজার টাকা বা তার গুণিতক জমা দিতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইনকানুন ও শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বৈদেশীক মুদ্রায়ও এ হিসাব খোলা যায়।
৪. যেহেতু মুদারাবা ওয়াকফ তহবিল মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেহেতু ওয়াকফ হিসাবে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ নাও থাকতে পারে। মুদারাবা নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় যদি কোন লোকসান হয় তা ওয়াকফ জমা থেকে বিকলন করে সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেবল মাত্র লভ্যাংশ ওয়াকীফ কর্তৃক নির্দেশিত খাতে/উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হবে। অবশিষ্ট মুনাফা মূল ওয়াকফ হিসাবের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ হবে এবং তার উপর যথানিয়মে মুনাফা অর্জিত হবে।
৫. ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা কমিটি ওয়াকফ তহবিল ব্যবস্থাপনা করবেন। ওয়াকফ তহবিলের অব্যবস্থাপনা বা অন্য কোন কারণে যদি কোন সংশয় সৃষ্টি বা অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন এবং এই কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৬. এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট ওয়াকফ হিসাবের বর্ষ পূর্তিতে ব্যাংক মুনাফা প্রদান করে। তবে কোন ওয়াকীফ যদি মাসিক মুনাফা নিতে আগ্রহী হন, তা বিবেচনা পূর্বক মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক ওয়াকফ হিসাব খোলা যাবে। সে ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মুনাফার অংশ অবশিষ্ট রাখা যাবে না। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মাসের লাভ অবশ্যই উক্ত মাসে বন্টন করে দিতে হবে। ওয়াকীফ সমস্ত মুনাফা/আংশিক মুনাফা তাঁর নির্ধারিত উদ্দেশ্যে/খাতে ব্যয় করার জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারেন।
৭. ক্যাশ ওয়াকফ জমা ছাপানে রশিদের মাধ্যমে গৃহীত হবে এবং ঘোষিত টাকার পরিমাণ যখন সম্পূর্ণ জমা হবে, তখন ওয়াকফ সনদ প্রদান করা হবে।
৮. এই হিসাবের ক্ষেত্রে কোন চেক বই প্রদান করা হয় না।
৯. ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তালিকাভুক্ত খাতসমূহের মধ্য থেকে অথবা ইসলামী শরী'য়াহ অনুমোদিত যে কোন খাত বেছে নেয়ার অধিকার ওয়াকীফের থাকবে।
১০. ওয়াকফ হিসাবে অর্জিত মুনাফা ওয়াকীফের ইচ্ছা অনুযায়ী বন্টন ও স্থানান্তরিত করার জন্য এক বা একাধিক সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব সংশ্লিষ্ট শাখায় পরিচালনা করা যাবে।
১১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ ওয়াকীফ কর্তৃক পরিচালিত চলতি/সঞ্চয়ী/এমএসএন হিসাব থেকে (অনুমোদন সাপেক্ষে) ওয়াকীফ কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তি ওয়াকফ হিসাবে জমা করার জন্য স্থায়ী নির্দেশ দিতে পারেন। এই হিসাব থেকে আবগারী কর/অন্যান্য কর/চার্জ সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী কর্তন করা হবে।
১২. কিস্তি ভিত্তিক ক্যাশ ওয়াকফ একাউন্টের ক্ষেত্রে যদি ওয়াকীফ কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হন তাহলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যে কিস্তিগুলো জমা দেয়া হয়েছে তার ওপর মুনাফা প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে ওয়াকীফ পুনরায় তার হিসাবে কিস্তি জমা দেয়ার সুযোগ পাবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন ওয়াকীফ পরপর পাঁচ বারের বেশী কিস্তি খেলাপী হতে পারবেন না।
১৩. ওয়াকীফের মৃত্যু হলে ওয়াকফ হিসাবের মুনাফা তার নির্দেশিত খাতে/উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। এক্ষেত্রে ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ জমা হয়ে থাকলে মৃতের উত্তরাধিকারী (গণ) বাকি অংশ জমা দিতে পারবেন।
১৪. ওয়াকীফ অথবা তার মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী যদি তার হিসাবে তার কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি/তারা এই মর্মে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাবেন যে, তিনি ওয়াকফ হিসাবের ঘোষিত পরিমাণের কিস্তিগুলো জমা দিতে অপারগ। অতঃপর শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে পরিমাণ টাকা ওয়াকফ হিসাবে এ পর্যন্ত জমা হয়েছে সেই পরিমাণ অর্থের জন্য ক্যাশ ওয়াকফ সনদ প্রদান করা হবে।
১৫. যে খাতে উদ্দেশ্যে ওয়াকফ হিসাবের মুনাফা ব্যয় করা হবে তা যদি শেষ / অস্তিত্বহীন / নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে উক্ত মুনাফা ব্যয়ের অন্য খাত / উদ্দেশ্য হিসাব খোলার সময় বিশেষ নির্দেশনায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। যদি উহা উল্লেখ করা না হয় অথবা কোন জটিলতা দেখা দেয় তবে এক্ষেত্রে ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
১৬. মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২(২০১৫ এর সংশোধনসহ), সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (২০১২-২০১৩ এর সংশোধনসহ) মানিলভারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা ২০১৩ ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহক ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক যে কোন তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন। ব্যাংক যে কোন রেগুলেটরী অথরিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতে পারবে। বাংলাদেশ সরকার/জাতিসংঘ/EU/OFAC (The Office of Foreign Assets Control) কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে না।
১৭. ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে এই প্রকল্পের নিয়ম কানুন পরিবর্তন, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন করার অধিকার রাখে।
১৮. এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত নির্ধারিত খাতসমূহ নিম্নরূপ এবং ওয়াকীফ নিম্নোক্ত তালিকাভুক্ত খাতসমূহের মধ্য থেকে অথবা ইসলামী শরী'য়াহ অনুমোদিত অন্য যে কোন খাত নির্বাচন করার অধিকার রাখেন। খাতসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :
 - ক. পারিবারিক পুনর্বাসন : ১. দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী প্রকৃত দারিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন। ২. শারীরিক প্রতিবন্ধি এবং সুবিধা বঞ্চিত লোকদের পুনর্বাসন। ৩. রাস্তার ভিক্ষুদের পুনর্বাসন। ৪. অসহায় মহিলাদের পুনর্বাসন। ৫. নগর বস্তিবাসীদের উন্নয়ন।
 - খ. শিক্ষা ও কৃষ্টি : ৬. এতিমদের শিক্ষা অর্থাৎ বইপত্র এবং কাপড়-চোপড় বিনামূল্যে সরবরাহ করা। ৭. দক্ষতা উন্নয়ন কল্পে যথার্থ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। ৮. গৃহে অবস্থানকারী শিশুদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুবিধা প্রদান (যেমন-মায়েদের শিক্ষা কর্মসূচি, শিশু পাঠ)। ৯. শারীরিক শিক্ষা এবং খেলাধুলার সুবিধা। ১০. ইসলামী কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং শিল্পকলার উন্নয়ন। ১১. ইসলামী শরী'য়ার আলোকে দাওয়াতী কর্মকান্ড পরিচালনা। ১২. বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে অসহায় শিশুদের শিক্ষায় সহায়তা করণ। ১৩. সাধারণ কারিগরী শিক্ষায় সহায়তা দান। ১৪. দুর্গম ও অবহেলিত এলাকায় শিক্ষায় সহায়তা করণ। ১৫. বিশেষ কোন এলাকায় মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজে অর্থায়ন করা। ১৬. উপযুক্ত নির্ভরশীল পোষ্যদের শিক্ষিত করে তোলা। ১৭. মাতা ও পোষ্যদের স্মৃতি স্মরণার্থে শিক্ষা, গবেষণা, ধর্মীয় ও সামাজিক সেবা দান প্রকল্পের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। ১৮. "শিক্ষা চেয়ার" প্রতিষ্ঠা করা।
 - গ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী : ১৯. গ্রাম স্বাস্থ্যসেবা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ২০. গৃহস্থালী, স্কুল, মসজিদ, বস্তি ইত্যাদিতে বিপুল খাবার পানি সরবরাহকরণ। ২১. বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র কর্মসূচী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকরণ। ২২. স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গবেষণা এবং বিশেষ কোন রোগের গবেষণা করা।
 - ঘ. সামাজিক উপযোগিতা সেবা : ২৩. বিতর্কিত বিষয়সমূহের নিষ্পত্তিকরণ (যেমন গ্রাম্য মামলাসমূহ)। ২৪. দুঃস্থ মহিলাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনী সহায়তা প্রদান। ২৫. দরিদ্র বালিকাদের যৌতুক বিহীন বিয়েতে সহায়তাকরণ। ২৬. গ্রাম অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষ রোপণ। ২৭. নাও মুসলিমদের পুনর্বাসন করা। ২৮. শান্তি প্রিয় অমুসলিমদের সহায়তাকরণ এবং তাদের সমস্যাসমূহ দূরীকরণ। ২৯. জুয়া এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যেমন-চুরি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে জন সচেতনতা সৃষ্টিকরণ। ৩০. জনসাধারণের উপযোগী সেবাসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন। ৩১. আয় এবং আয় বহির্ভূত প্রকল্পের মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ। ৩২. আয় এবং আয় বহির্ভূত প্রকল্পের বিশেষ করে কবরস্থান সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ। ৩৩. আয় এবং আয় বহির্ভূত প্রকল্পের বিশেষ করে ঈদগাহ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।

আমরা উভয়পক্ষ উক্ত নিয়মাবলী এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত সকল আইন মেনে চলতে সম্মত হয়ে নিম্নে স্বাক্ষর করে অত্র চুক্তিনামা সম্পাদন করলাম।

হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ



হিসাব খোলার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/বেধ পাসপোর্ট /ড্রাইভিং লাইসেন্স/ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ছবিযুক্ত যে কোন পরিচিতিপত্র বা প্রত্যয়নপত্র।
- হিসাব ঠিকানার স্বপক্ষে সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিল (গ্যাস, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, টেলিফোন) এর অনুলিপি (যদি থাকে)।
- বিদেশী নাগরিকের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, বৈধ ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট এর অনুলিপি।
- হালনাগাদ টি.আই.এন সার্টিফিকেটের অনুলিপি (যদি থাকে)।
- আবেদনকারী পর্দানশীল শিক্ষিত মহিলা হলে ব্যাংকের নিকট পরিচিত এমন গ্রাহক কর্তৃক পরিচিতি প্রদান করতে হবে। নিরক্ষর মহিলা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে চেহারা উন্মুক্ত ছবি প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক লেনদেনের সময় চেহারা উন্মুক্ত রাখতে হবে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অতিরিক্ত কাগজপত্র

একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলে	প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট হলে
<ol style="list-style-type: none"> হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স। হিসাব পরিচালনার জন্য অনুমোদনকৃত কাগজ প্রতিষ্ঠানের লেটার হেড প্যাডে সীলসহ উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত হিসাব পরিচালনাকারীর স্বাক্ষরের প্রত্যয়ন পত্র। 	<ol style="list-style-type: none"> ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যের পূর্ণ পরিচিতি। আবেদন পত্রে সকল ট্রাস্টির স্বাক্ষর থাকতে হবে। হিসাব খোলার রেজুলেশন।
অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হলে	প্রতিষ্ঠান ক্লাব ও সোসাইটি হলে
<ol style="list-style-type: none"> অংশীদারী দলিল (Partnership Deed) এবং হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স। অংশীদারগণ এককভাবে (অন্যান্য অংশীদার কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত) হিসাব পরিচালনা করতে পারবে 	<ol style="list-style-type: none"> Constitution/bye-laws & certificate of registration (If registered). অফিস বিয়ারদের তালিকা (ঠিকানা সহ)। অনুমোদিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ কর্তৃক হিসাবটি খোলা ও পরিচালিত হবে এই মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি।
প্রতিষ্ঠান লিমিটেড কোম্পানী হলে	সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি হলে
<ol style="list-style-type: none"> মেমোরেভাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর সত্যায়িত অনুলিপি। সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর অনুলিপি। সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট অব বিজনেস এর অনুলিপি (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। অনুমোদিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ কর্তৃক হিসাবটি খোলা ও পরিচালিত হবে এই মর্মে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুলিপি। এজেন্ট কর্তৃক হিসাব খোলা এবং পরিচালনার জন্য এজেন্টের সাথে চুক্তির অনুলিপি। <p>এছাড়া কোম্পানির সর্বোচ্চ শেয়ারধারী ন্যূনতম ৫ জন পরিচালক বা যেসব ক্ষেত্রে ৫ জনের কম ক্ষেত্রে সকলের/অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। (কোম্পানির বা তার পরিচালকগণের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে সেখানে যোগাযোগ করে দলিলাদির যথাযথতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।)</p>	<ol style="list-style-type: none"> কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ। অফিস কর্মকর্তাদের (office bearers) বিবরণ। হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত। সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি” যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
	বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার হিসাব হলে
	<ol style="list-style-type: none"> গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি। হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution regarding account opening) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি” যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

দৃষ্টব্য

- যাচাই এর স্বার্থে প্রয়োজনে উপরোল্লিখিত কাগজপত্রের মূল কপি উপস্থাপন করতে হবে।
- ঘষামাজা/কাটাকাটির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর দিয়ে প্রত্যায়িত করতে হবে।
- সকল কাগজপত্র ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় হতে হবে। অন্যকোন ভাষার কোন নথি থাকলে তা অনুমোদিত অনুবাদকারী কর্তৃক ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে জমা দিতে হবে।